মেহেরপুরে জামায়াতের ইসলামীর বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল এটিএম আজহারুল ইসলামের নিঃশর্ত মুক্তি দাবিতে মেহেরপুরে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

মঙ্গলবার (১৮ফেব্রুয়ারী) বিকেল ৪টার দিকে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে থেকে এই বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে হোটেল বাজার মোড়ে এসে শেষ হয়। পরে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন মেহেরপুর জামায়াতের আমীর মাওলানা তাজউদ্দিন খাঁন।

এসময় বক্তারা বলেন, বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল এটিএম আজহারুল ইসলাম ১৩ বছরেরও অধিক সময় কারাগারে আটক আছেন। তাকে বারবার রিমান্ডে নিয়ে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হয়েছে। তিনি বেশ কয়েকবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেও তাকে ন্যূনতম চিকিৎসা সেবাটুকুও দেওয়া হয়নি।

দেশবাসী আশা করেছিল যে, চরম জুলুম-নির্যাতনের শিকার এটিএম আজহারুল ইসলাম স্বৈরাচার মুক্ত বাংলাদেশে মুক্তিলাভ করবেন। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের ৬ মাস ১০ দিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও তাকে মুক্তি দেওয়া হয়নি।

তারা আরো বলেন, স্বৈরাচারের আমলে গ্রেপ্তার আজহারুল ইসলামকে কারাগারে আটক রাখা তার প্রতি চরম জুলুম ও অন্যায় ছাড়া আর কিছুই নয়। ফ্যাসিবাদমুক্ত বাংলাদেশে তাকে এখনো আটক রাখায় জাতি বিস্মিত ও হতবাক।

এ সময় নায়েবে আমীর মাওলানা মাহাবুবল আলম, রাজনৈতিক সেক্রেটারি কাজী রুহুল আমিন, বায়তুলমাল সেক্রেটারি জার্জিস হুসেইন, জেলা শ্রমিক কল্যাণ সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, জেলা সুরা ও কর্মপরিষদ সদস্য গাংনী ২ আসনের সংসদ প্রার্থী নাজমুল হুদা, গাংনী উপজেলা আমীর ডাঃ রবিউল ইসলাম, সদর উপজেলা আমীর মাওলানা সোহেল রানা, মুজিবনগর উপজেলা আমীর মাওলানা খান জাহান আলী, জেলা শিবির সভাপতি শাখাওয়াত হোসেন, জেলা সুরা পরিষদের সদস্য এনামুল হক বকুলসহ

অন্যান্য নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য ফেরাতে গাংনীতে পিঠা উৎসব

গ্রাম বাংলার হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে মঙ্গলবার মেহেরপুরের গাংনী সরকারী ডিগ্রি কলেজে তারুণ্যের পিঠা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।

জমকালো উৎসবে শোভা পাচ্ছে স্বতীন পিঠা, বেক্কল জামাই, মেয়েদের মন, জামাইয়ের প্যাচ, ভালবাসার লাল গোলাপ, পিয়াসা, পাটি সাপটা, চিতই, ভাপা, পুলি, সরু, মালাই রোল, চিটা রুটিসহ পুরনো নানা পিঠার সমারোহ লক্ষ্য করা গিয়েছে।

নিজেদের স্টলগুলো পরিচালনা করেন বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা। দিন দিনব্যাপী পিঠা মেলার উদ্বোধন করেন গাংনী উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) সাদ্দাম হোসেন। উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারক, গাংনী সরকারী ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মনিরুল ইসলাম।

তারুণ্যের মেলা উপলক্ষে আয়োজন করা হয় এই পিঠা উৎসবের। গ্রাম বাংলার হারিয়ে যাওয়া পিঠা তৈরি করে হাজির হন কলেজের শিক্ষার্থীরা। সঙ্গে ছিল আধুনিক সব পিঠাও। ২৫ টি স্টলে পিঠার পসরা সাজিয়ে বসেন শিক্ষার্থীরা। তরুণ প্রজন্ম সকাল থেকেই ভিড় জমান পিঠা উৎসবে। পরিচিত হন নতুন ও পুরাতন হরেক রকমের পিঠার সঙ্গে।

গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজ চত্ত্বরে শুরু হওয়া এ পিঠা উৎসবে ছিল বেশ ভিন্নতা। শিক্ষার্থীদের নিজ হাতে তৈরী করা এসব পিঠা সাজিয়েছেন তাদের স্টলে। ভোজন রসিকরা বিভিন্ন স্টল ঘুরে ঘুরে দেখছেন আর স্বাদ নিচ্ছেন। সেই সাথে অনেকে এসেছেন তাদের সন্তাানদেরকে পিঠা পুলির স্বাদের পাশাপাশি পিঠার সাথে পরিচয় ঘটাতে।

পিঠা উৎসবের আয়োজনে বেজায় খুশি শিক্ষার্থীরা। এ ধরনের আয়োজন তরুণ প্রজন্মকে আরো উদ্যমী করে গড়ে তুলবে বলে মনে করছেন তারা।

মেহেরপুরে অপারেশন ডেভিল হান্টে ১০ জন গ্রেপ্তার

মেহেরপুরে অপারেশন ডেভিল হান্ট অভিযান পরিচালনা করে ১০ আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাতে জেলা বিভিন্ন স্থানে পুলিশের কয়েকটি টিম এ অভিযান পরিচালনা করে তাদের গ্রেপ্তার করে।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন মেহেরপুর শহরের বেড়পাড়ার মৃত মসলেম উদ্দিনের ছেলে জাহিদ হোসেন, নতুন পাড়ার মৃত আবুল কাশেমের ছেলে লালন শেখ, সদর উপজেলার হরিরামপুর গ্রামের মৃত আফজাল হোসেনের শরিফ, ময়ামারি গ্রামের মৃত চাঁদ আলীর ছেলে মো: রশিদ, সাহেবপুর গ্রামের লিয়াকত মোল্লা, তার ছেলে শরিফুল ইসলাম, আনারের ছেলে আলতাব আলী, আলতাব আলীর ছেলে সাজু, বলিপুর গ্রামের মৃত পিজির উদ্দিনের ছেলে আবুল কালাম ও খোকসা গ্রামের সোলায়মান খানের ছেলে সাজ্জাদ হোসেন।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি মেসবাহ উদ্দিন জানান, গ্রেফতাকৃতদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। জেলার সর্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে।

জুলাই আগস্টের গণঅভুত্থ্যানে

লেডি ফেরাউন হাসিনা সরকার উৎখাত হয়েছে

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির আল্লামা মামুনুল হক বলেছেন, ২০২৪ সালের জুলাই আগস্টের গণঅভুত্থ্যানে বাংলাদেশের মানুষের বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসা স্বৈরাচারী লেডি ফেরাউন জালিমশাহী শেখ হাসিনা সরকার উৎখাত হয়েছে। এদেশের মানুষ মুক্ত হয়েছেন। একটি নতুন বাংলাদেশ পেতে এদেশের অনেক মানুষকে শাহাদৎ বরণ, ত্যাগ স্বীকার ও বুকের তাজা রক্তদান করতে হয়েছে।

ছাত্র জনতার সংঘটিত গণহত্যার বিচার ও নৈরাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণজাগরণ সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস মেহেরপুর শাখা আয়োজিত গণসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

গতকাল সোমবার (১৭ ফেব্রারি) রাত আটটার দিকে মেহেরপুর শহীদ ডঃ সামসুদ্দোহা পার্কে আয়োজিত এই গণ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি মুফতি হুসাইন আহমাদ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি আরও বলেন, বিগত ৫০ বছর বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ বারবার একটি চেতনার কথা শুনিয়েছেন। আসলে সেই চেতনা ছিল ভারতীয় চেতনা। বাহাত্তরের চেতনা দিয়ে একাত্তরের চেতনা বলে জাতীকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে।
তিনি বলেন, আধিপত্যবাদী সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশদের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে, আধিপত্যবাদী হিন্দুদ্ববাদী পশ্চিমবঙ্গের দাদাদের মনোভাবের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে, পশ্চিমপাকিস্থানী খান পাঠানদের প্রভূত্তের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে, প্রতিটি আধিপত্যবাদী জালিমদের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রাম করেই বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে এদেশের মানুষ স্বাধীনতা অর্জন করেছে।

তিনি বলেন, বাহাত্তরের চেতনা ছিল বাংলাদেশকে ভাগ করার চেতনা। বাহাত্তরের চেতনা ছিল বাংলাদেশে ইসলামি সমাজ ব্যবস্থার দাবীকে গলা টিপে হত্যা করার চেতনা। সেই চেতনার গান গাইতে গাইতে ২০২৪ সাল পর্যন্ত শেখ হাসিনা বাংলাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রতিটি সংগ্রামকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। এদেশে ইসলামী রাস্ট্র

প্রতিষ্ঠার প্রতিটি আন্দোলনকে হত্যা করার চেষ্টা করেছে।

তিনি বলেন, এদেশের মানুষকে ১৯০ বছর যাবৎ সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে। ১৯৪৭ সালে এদেশের মানুষ বৃটিশদের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছিল। বৃটিশ আমলে বিংশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলাদেশের মানুষ সতন্ত্র জাতীসত্তা গঠণের লক্ষে এই অঞ্চলের মুসলমানদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষে পশ্চিমবঙ্গের দাদাবাবুদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে বঙ্গভঙ্গের মধ্য দিয়ে ঢাকাকে কেন্দ্র করে পূর্ব বঙ্গের মুসলমান জাতীসত্তার উম্মেস ঘটিয়েছিল। তখন এদেশের মানুষকে অনেক প্রতিকুলতার মুখোমুখি পড়তে হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ দাদা ঠাকুরের নেতৃত্বে এদেশের মুসলামনদের অগ্রযাত্রা রুখে দেওয়ার জন্য পূর্ববাঙ্গলার মুসলিম জাতীসত্তাকে সেদিন রুখে দিতে চেয়েছিল। ঢাকা এবং ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করতে ষড়যন্ত্র করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ রধ করে এদেশের অগ্রযাত্রাকে ঠেকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। তিনি বলেন, ১৯৪৭ সালে যেভাবে বৃটিশদের কবল থেকে মুক্ত হয়েছিলাম ঠিক তেমনী পশ্চিমবঙ্গের দাদাদের আধিপত্য থেকেও এদেশের মুসলাম মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল।

মামনুল হক বলেন, ১৯৪৭ এর পরে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট, ৬৬ সালেরর ৬ দফা, ৬৯ সালের গণঅভ্যত্থ্যান ৭০ এর নির্বাচন ও ৭১ সালের মুক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৬ ডিসেম্বর এদেশ স্বাধীন হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের মানুষকে কখনো ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলা হয়নি। এদেশের মানুষকে কখনো ধর্মনিরপেক্ষ নামক কুফরি মতবাদ শুনানো হয়নি। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ মুক্তিলাভের পর স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামীলীগের পিতা শেখ মুজিব পশ্চিম পকিস্থানে বন্দি ছিলেন। স্বাধীনতার পর মুক্তি পেয়ে প্রথমে লন্ডন থেকে তিনি সদ্য স্বাধীন বাংলার মাটিতে পা না রেখে বাংলার মানুষের কাছে না এসে সর্ব প্রথম তিনি গিয়েছিলেন নয়াদিল্লিতে।

তৎকালিন ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরাগান্ধীর সাথেস্বাক্ষাত করলেন। আর সেদিনেই বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্যের বিপর্যয় ঘটেছিল। সেদিনেই ইন্দ্রিগান্ধী তাকে প্রেসক্রিপশন দিয়ে দিয়েছিলেন, সেই প্রেসক্রিপশনে বাংলাদেশের নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধ ২৪ বছরের বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন, জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমের লড়াই এই সব কিছু ভারতের বুটের তলায় পিষ্ট করা হয়েছিলো। ভারতের

প্রধান মন্ত্রী লিখে দিয়েছিলেন, বাংলাদেশে একটি সংবিধান রচনা করার। যেই সংবিধানে ভারতীয় সংবিধানে মুল নীতিগুলো অক্ষরে অক্ষরে অক্ষুন্ন রেখে বাংলাদেশের সংবিধান রচনা করার জন্য। শেখ মুজিবুর রহমান নয়দিল্লী থেকে বাংলাদেশে এলেন, ৭২ সালে সংবিধান রচিত হলো। আর সেই সংবিধানে বাংলাদেশের মুসলমানদের ১৯০ বছরের সংগ্রামের ইতিহাসকে মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিলো। সেই সংবিধানে নেছার উদ্দীনের বাঁশের কেল্লার ইতিহাসকে মুছে ফেলা হয়েছিলো, সেই সংবিধানে ফকির মজনু শাহ, হাজী শরিয়তুল্লাহর শত বছরের সংগ্রামের ইতিহাসকে বৃদ্ধাঙ্গলি প্রদর্শন করা হয়েছিলো, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও পূর্ব বাংলার মুসলমানদের সতন্ত্র জাতীসত্তার ইতিহাসকে মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিলো। ১৯৬৬ সালের ঐতিহাসিক লহর প্রস্তাবের ইতিহাসকে অস্বীকার করা হলো, এই সব কিছু করে ভারতের সংবিধানের মূল নীতির ভিত্তিতে কপি পেষ্ট করে বাংলাদেশের সংবিধান রচনা করে স্বাধীন বাংলাদেশকে ভারত মাতার চরণতলে বলিদান করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ২৪ শে জুলাই-আগষ্টের এই গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাংলার দামাল ছেলেরা শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদী রাজনীতি, আওয়ামীলীগের বিভাজন ও মিথ্যার রাজনীতিতে বৃদ্ধাঙ্গলী প্রদর্শণ করেছে। আওয়ামীলীগ চেয়েছিল এই দেশকে বিভক্ত করে রাখতে। তাঁদের মুলনীতি ও অর্থনৈতিক পলিসি ছিল, “যারা শেখ হাসিনার গুনগান গাইবে শেক হাসিনার আনুগত্য প্রকাশ করলে, তারা স্বাধীনতার সময় যে পক্ষেই থাকুক মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোক হিসেবে পরিচিতি পাবে। আর শেখ হাসিনার বিপক্ষে গেলেই তারা রাজাকার হয়ে যায়। এভাবেই মুক্তিযুদ্ধ আর রাজাকার দুইটা পক্ষ তৈরী করে একটি মেশিন নিয়ে শেখ হাসিনা বছরের পর বছর বাংলাদেশে শাসন করে গেছে। এদেশের মানুষকে বোকা বানিয়েছে। সর্বশেষ ২০২৪ এর জুলাই আগষ্টে বাংলার ৪ কোটি দামাল ছেলেরা কোঠা সংস্কারের যৌক্তিক দাবী নিয়ে অধিকার আদায়ের জন্য মাঠে নেমেছিল। মেধাবিত্তিক জাতী গঠনের জন্য দাবী জানিয়েছিল সেখানেও শেখ হাসিনা তাদের রাজাকারের বাচ্ছা বলে গালি দিয়েছে।

তিনি বলেন শেখ হাসিনা তার বাবার প্রতিশোধ নিতেই রাজনীতিতে এসেছিলেন।যারা তার বাবাকে হত্যা করেছিলেন, তাদের হত্যা করার অভিপ্রায় নিয়েই শেখ হাসিনা রাজনীতিতে এসেছিলেন। শেখ হাসিনা ৫০ বছর রাজনীতি করেছেন শুধুমাত্র তার বাবার হত্যার প্রতিশোধ নিতে। এজন্যই তিনি জানতেন ৫ আগষ্ট বাংলাদেশে কি ঘটতে যাচ্ছে।

সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুগ্ম মহাসচিব যথাক্রমে মাওলানা আতাউল্লা আমিন, শরাফত হুসাইন,

মাওলানা শরীফ সাইদুর রহমান, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আবুল হাসনাত জালালী, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা জহিরুল ইসলাম প্রমুখ। গন সমাবেশ সঞ্চালনা করেন মেহেরপুর আনসার ভিডিপি মসজিদের পেশ ইমাম সাব্বির রহমান।

মেহেরপুরের কুতুবপুরে জামায়েতে ইসলামীর গণসংযোগ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর-১ আসনের প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিনের নেতৃত্বে মেহেরপুরে গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) বিকেল পাঁচটার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নে কুলবাড়িয়া বাজারে এ তার নেতৃত্বে এই গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা সেক্রেটারি মোঃ ইকবাল হুসাইন, জেলা রাজনৈতিক সেক্রেটারি মাওলানা কাজী রুহুল আমিন, সদর উপজেলা আমীর মাওলানা সোহেল রানা, সাধারণ সম্পাদক মোঃ জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, কুতুবপুর ইউনিয়নের আমীর ইমদাদুল হক সাধারণ সম্পাদক পারভেজ হোসেন। প্রমুখ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী বিভিন্ন ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা গণসংযোগে অংশগ্রহণ করেন।

সাবেক মন্ত্রী ফরহাদের স্ত্রী

মোনালিসাকে তিন দিনের রিমান্ড

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের স্ত্রী সৈয়দা মোনালিসাকে দুটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে মেহেরপুরের আদালতে হাজির করা হয়। মামলার দুটির একটি গ্রেপ্তার ও একটিতে তিন দিনের রিমাণ্ড মঞ্জুর করে আদালত।

সোমবার দুপুর ১২ টার দিকে মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট সদর আমলি আদালতের হাকিম শারমিন নাহার এ আদেশ দেন।

আদালতে পুলিশের পক্ষ থেকে একটি মামলায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একটি মামলায় ৭ দিনের রিমান্ড আবেদন করলে ৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। এর আগে রবিবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় ঢাকার ইস্কাটনের একটি বাসা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

কোর্ট ইন্সপেক্টর মানষ রঞ্জন দাস বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের দায়েরকৃত মামলাটিতে মোনালিসার ৭ দিনের রিমান্ড আবেদন করা হলে আদালত তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন। পলি খাতুন নামের এক নারীর দায়েরকৃত মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর সাইদুর রাজ্জাক, কোর্ট ইন্সপেক্টর মানষ রঞ্জন দাস এবং আসামি পক্ষে ইব্রাহিম শাহীন আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

উল্লেখ্য, বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের সন্ত্রাস দমন ট্রাইব্যুনালে দায়ের করা ২৬৩/২৪ নম্বর মামলার ১২ নম্বর এজাহারভুক্ত আসামি তিনি। এ ছাড়াও পলি খাতুন নামে এক নারীর ৫ আগস্ট দায়ের করা একটি জিআর মামলার মামলার প্রধান আসামি মোনালিসা। মামলা নম্বর জিআর ৩৮৭/২৪।

মেহেরপুরে দ্বি-মাসিক সমন্বয়

সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর উপজেলা পর্যায়ে গ্রাম আদালত কার্যক্রমের অগ্রগতির বিষয়ে হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর ইউপি প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সাথে দ্বি-মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) সকাল দশটার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলা কার্যালয় কনফারেন্স রুমে সমন্বয় সভা আয়োজন করা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলামের সভাপতিত্বে সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার মোঃ আসাদুজ্জামান, সদর উপজেলা সমন্বয়কারী মোঃ আলমগীর কবির, গ্রাম আদালত প্রকল্প প্রোগ্রাম এন্ড ফাইনান্স অফিসার মোঃ সাহাজুল ইসলাম, মোহাম্মদ আজিম উদ্দিন, ইউনিয়নের প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বারাদি ও সদর উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর প্রমূখ।

এ সময় তারা বলেন, হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটররা তাদের নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি করবে এবং সাধারণ মানুষদের গ্রাম আদালতের সেবা নিশ্চিত করতে তাদের সহযোগিতা করবে। বিভিন্ন গ্রাম পরিদর্শন করবে এবং গ্রাম আদালতের প্রচার বৃদ্ধি করবে। দাম আদালতের আবেদন গ্রহণ করবে,সরকার গ্রাম আদালতের বিশাল ক্ষমতা দিয়েছে তার যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিটা ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম আদালতের ব্যানার থাকতে হবে যেখানে বিচার সেবা চলে।

ইউনিয়ন পরিষদে গ্রাম আদালতের আইন বিষয়ে সাইন বোড থাকতে হবে। আপনাদের মাঝে নিবন্ধন এবং গ্রাম আদালতের মামলা সংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে প্রতিযোগিতা থাকতে হবে এবং প্রতিমাসে অবস্থান ভিত্তিক তথ্য দিতে হবে। গ্রাম আদালতে সহজে অল্প সময়ে বিরোধ নিস্পত্তি করা হয়, এখানে মানুষ হয়রানি হয় না মানুষের মাঝে সুসম্পর্ক তৈরি হয়।

মেহেরপুরে আওয়ামী লীগের ৭ নেতাকর্মী গ্রেফতার

চলতি অপারেশন ডেভিল হান্টে গত ২৪ ঘন্টায় মেহেরপুরে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও তাঁতী লীগের ৭ জন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী।

এদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে ৩ জন, গাংনী থানা পুলিশ ২ জন ও মুজিবনগর থানা পুলিশ ২ জনকে গ্রেফতার করেছেন।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার মকসুদা খানম পিপিএম জানান, গ্রেফতারকৃতদের নামে সন্ত্রাস বিরোধী আইনে সদর, গাংনী ও মুজিবনগর থানায় মামলা রয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের আজ আদালতে নেওয়া হবে।

ক্যাসিনো সম্রাজ্ঞী সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রীর স্ত্রী মোনালিসা গ্রেফতার

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন পত্নি ও যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি সৈয়দা মোনালিসাকে গ্রেফতার করেছে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী।
রবিবার (১৬ ফেব্রæয়ারী) দিবাগত রাতে ঢাকার ইস্কাটন রোডের একটি বাড়ি থেকে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।
একটি বিশ্বসস্থ সূত্রের বরাত দিয়ে মেহেরপুর সদর থানার ওসি শেখ মেজবাহ উদ্দীন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
সৈয়দা মোনালিসার নামে মেহেরপুরে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার উপর হামলাসহ বেশ কয়েকটি অভিযোগে তিনটি মামলা রয়েছে।

প্রশাসনসহ এলাকার মানুষ এতোদিন জানতেন মন্ত্রী পতিœ সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম সরকার পতনের পরপরই কানাডাতে পালিয়ে গেছেন। কানাডাতে পালিয়ে যাওয়ার ভূঁয়া তথ্য মন্ত্রীরর পরিবার ও দোষররা সমাজে ছড়িয়ে দিয়েছিল।
এদিকে সৈয়দা মোনালিসা ইসলামের গ্রেফতারের খবর মেহেরপুর জেলায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলিতে ভাইরাল হওয়ায় অনেকস্থানে আনন্দ ও উল্লাস প্রকাশ করেছেন জনগণ।

খোদ আওয়ামীলীগের নেতা ও স্থানীয়রা জানান, ফরহাদ হোসেন ও তার স্ত্রী সৈয়দা মোনালিসা মিলে মেহেরপুর জেলার মানুষকে শাসন ও শোষন করেছেন। মন্ত্রী যতটা না ক্ষমতাধর ছিলেন সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম ছিলেন তার চাইতে বেশি ক্ষমতাধর।

প্রশাসন, গোয়েন্দা বিভাগ ও স্থানীয় অনলাইন জুয়াড়িরা জানিয়েছেন, মেহেরপুর জেলায় অনলাইন জুঁয়ার মাধ্যমে হাজার হাজার কোটি টাকা অবৈধপথে রাশিয়াতে গেছে। অনলাইন জুঁয়া নিয়ন্ত্রক ছিলেন সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম। জেলার কয়েক হাজার যুবক, তরুণ এই অনলাইন জুঁয়ায় আসক্ত। অনলাইন জুঁয়াড়িদের আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাপোর্ট দিয়ে হাতিয়ে নিয়েছেন কয়েক হাজার কোটি টাকা। এনিয়ে জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকাগুলোতে বারবার সংবাদ প্রকাশ হওয়ার পরেও প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেনি। অনলাইন জুঁয়াড়িদের দেওয়া হয়েছে নিরাপত্তা ও আইনী সুরক্ষা। সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম ছিলেন অনলাইন জুয়াড়িদের স¤◌্রাগী। আর এই কথা বলেছেন, সাবেক মন্ত্রীর ছোট ভাই বর্তমানে দুটি মামলায় গ্রেফতার জেলা যুবলীগের আহবায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুল। তিনি বলেছেন, মোনালিসা ইসলাম অনলাইন জুয়ার নিয়ন্ত্রক ছিলেন; ‘ক্যাসিনো সম্রাজ্ঞী’ হিসেবে তিনি পরিচিত, মৃদুলের কথা এখন মানুষের মুখে মুখে।

জানা গেছে, সাবেক জনপ্রশাসনমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুল দুই হাজার কোটি টাকার মালিক; এর সবটাই দুর্নীতিপ্রসূত। কানাডাসহ দেশ-বিদেশে তার অঢেল সম্পদ।

৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক এমপি এবং মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের বিরুদ্ধে মেহেরপুরে দুটি হত্যা মামলা হয়েছে। সরকারি ত্রাণের কোটি টাকার মালামাল আত্মসাতের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে দুদকে মামলা হয়েছে। ক্ষমতার পালাবদলের পর স্থানীয় আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতা এলাকায় থাকলেও মন্ত্রী ও তার ভাইবোন-স্বজন সবাই এখন পলাতক। অথচ ক্ষমতাকালে মন্ত্রী বাইরের ভালো লোক

হিসেবেই পরিচিত ছিলেন।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের একাধিক নেতা বলেন, ‘তার আমলে দল পরিবারতন্ত্রের রূপ নিয়েছিল। জেলা কমিটিতে তার স্ত্রী, ভাই, বোন, আত্মীয়স্বজন মিলে ২৩ জন গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন। মন্ত্রী পঞ্চপান্ডব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিলেন।’

তিনি বলেন, ‘মন্ত্রী গ্রেপ্তার হওয়ায় দলে স্বস্তির হাওয়া বইছে, আজকে মন্ত্রী পতিœ গ্রেফতার মানুষের মাঝে ও আওয়ামীলীগের নেতাকর্মীর মাঝে নতুন সুখবর দিলো। তিনি তিনবার এমপি, প্রতিমন্ত্রী ও মন্ত্রী হয়ে প্রকৃত নেতাদের ছুড়ে ফেলেছিলেন। কর্মীরা মূল্যহীন হয়ে পড়েছিল। মূল্যবান হয়ে উঠেছিল প্রশাসন, পুলিশ ও হাইব্রিড কিছু তোষামোদকারী নেতা।’

জানা গেছে, দলকে হাতের মুঠোয় রেখে মন্ত্রী ফরহাদ মেহেরপুরসহ সারা দেশের টেন্ডার, নিয়োগ, বদলি ও অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে হাজার কোটি টাকা ও সম্পদের পাহাড় গড়েছেন। পুলিশকে ব্যবহার করে অনলাইন জুয়া নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখে মাসে ৪-৫ কোটি টাকা কামাতেন তার স্ত্রী মোনালিসা ইসলামের মাধ্যমে।
অনলাইন জুয়ার হোতাদের সঙ্গে মন্ত্রী ও সৈয়দা মোনালিসার সাথে অন্তরঙ্গ ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ও অন্যান্য মিডিয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সারা দেশের শিক্ষা সেক্টরের টেন্ডার নিয়ন্ত্রণ করতেন মন্ত্রীর ছোট ভাই সরফরাজ হোসের মৃদুল; স্থানীয় সমাজসেবা, হাসপাতাল ও থানা নিয়ন্ত্রণ করতেন তার ভাগ্নে (মন্ত্রীর অর্থরক্ষক হিসেবে পরিচিত) আমিনুল ইসলাম খোকন; গণপূর্ত, সড়ক ও জনপথসহ এলজিইডি নিয়ন্ত্রণ করতেন মন্ত্রীর ভগ্নিপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস; সমবায়, কৃষি, মৎস্য ও পশুসম্পদ বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করতেন তার বড় ভাই শহীদ সাদেক হোসেন বাবুল এবং সারা দেশে সরকারি হাসপাতালের ওষুধ সাপ্লাইবাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতেন মন্ত্রী-পত্মীর পিএস জোহা। জনশ্রুতি আছে, এ নিয়ন্ত্রকদের হোতা ছিলেন মন্ত্রী ও তার স্ত্রী। এদের মাধ্যমেই অর্থবিত্তে ফুলেফেঁপে ওঠেন তিনি।

সর্বশেষ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের হলফনামা অনুযায়ী, তার স্বর্ণ আগে ছিল ২০ ভরি, সর্বশেষ হয়েছে ৪৫০ ভরি; আয় ও সম্পদ সর্বশেষ ২০০ গুণ বেড়েছে।

মন্ত্রীর দুর্নীতির কথা ফাঁস করেছেন তারই ছোট ভাই সরফরাজ হোসেন

মৃদুল। তিনি এক অডিও সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘ভাইয়ের দুর্নীতির কারণেই আজ আমরা সবাই ঘরছাড়া, পালিয়ে বেড়াচ্ছি এবং মামলার আসামি হয়েছি। ফরহাদ হোসেন নিয়োগ, বদলিবাণিজ্য প্রভৃতি দুর্নীতির মাধ্যমে ন্যূনতম দুই হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। কানাডার বেগমপাড়ায় তার বাড়ি আছে। ঢাকায় একাধিক বাড়ি আছে। সবকিছুর নিয়ন্ত্রক ছিলেন মন্ত্রী ও তার স্ত্রী। টাকা ছাড়া টেন্ডার, নিয়োগ, বদলি কিছুই হতো না।’ তিনি বলেন, ‘মন্ত্রীর স্ত্রী মোনালিসা ক্যাসিনো সম্রাজ্ঞী হয়ে পুলিশের মাধ্যমে শত শত কোটি টাকা কামিয়েছেন। ক্ষমতা হারানোর পর ৫০ কোটি টাকা দিয়েছেন মামলা থেকে রক্ষা পেতে। তাই তার নামে কোনো মামলা হয়নি। স্ত্রীর কারণেই আমার ভাই নষ্ট হয়েছে।’

জানা গেছে, মন্ত্রীর উপার্জনের বেশি অংশ পাচার হয়েছে কানাডায়। তার অবৈধ উপার্জনে কানাডার বেগমপাড়ায় বাড়ি আছে। দুবাইয়ে শারজা স্টেডিয়ামের পাশে মন্ত্রী বাড়ি কিনেছেন বলে জানা গেছে। এ ছাড়া ঢাকার মোহাম্মদপুর, উত্তরা ও বনানীতে তিনটি ফ্ল্যাট আছে। কিশোরগঞ্জ ও মেহেরপুরে আছে দুটি বাড়ি। আত্মীয়স্বজনদের নামে-বেনামে কয়েক শত বিঘা জমি ও ব্যাংকে জমা আছে বিপুল পরিমাণ অর্থ। ক্ষমতা হারানোর কিছুদিন আগে শহরে ১১ কোটি টাকা মূল্যে দেড় বিঘা বাড়ির জমি কিনেছেন তার স্ত্রীর পিএস জোহার নামে। মেহেরপুর শহরের দীঘিরপাড়ায় ৭ কোটি টাকা মূল্যের ৯ বিঘা জমি আছে। শহরের পিটিআইয়ের সামনে তার বাবার নামে সরকারি টেক্সটাইল কলেজ নির্মাণের জন্য অধিগ্রহণকৃত এক বিঘা জমিটি তিনি ২০ লাখ টাকায় কিনে পরে সরকারের কাছে ৭ কোটি টাকায় বিক্রি করেছেন। সদর উপজেলার বুড়িপোতা, হরিরামপুর, ইছাখালী, মদনা, আমঝুপি, শ্যামপুর ও মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর, মোনাখালী ও আনন্দবাস এলাকায় বাড়ি ও চাষাবাদের শতবিঘা জমি কিনেছেন বলে স্থানীয়রা নিশ্চিত করেছেন।

মুজিবনগরে স্কাউটিং এর স্কাউট

সমাবেশ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের মুজিবনগরে পাঁচ দিনব্যাপী তারুণ্যের উৎসবে স্কাউটিং এর উপজেলা স্কাউটিং সমাবেশের উদ্বোধন হয়েছে।

রবিবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) সকালে মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উপজেলা স্কাউট সমাবেশের উদ্বোধন করেন উপজেলা স্কাউট সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল।

বাংলাদেশ স্কাউট মেহেরপুর জেলার সাধারণ সম্পাদক আশরাফুজ্জামান এর সঞ্চালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপজেলার নির্বাহী অফিসার ও স্কাউট সভাপতি পলাশ মন্ডল বলেন, স্কাউটিংয়ের কার্যক্রম সারা বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করেছে। স্কাউটিংয়ের সদস্যদের বড় গুণ হলো তারা যেকোনো সমস্যা মোকাবেলায় হাতে কলমে পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকে।

মানবতা ও সেবার ব্রত নিয়ে স্কাউটরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা অসহায় মানুষের আর্তনাদ লাঘব করতে হাত বাড়িয়ে ছুটে চলছে। তারুণ্যের উৎসব উপজেলা স্কাউট সমাবেশে অংশ নেয়া শিক্ষার্থীরা এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে দেশ গড়ার কাজে নিজেরদের নিয়োজিত করবেন।

এ সময় বক্তব্য রাখেন, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান,প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হাফিজুর রহমান, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দিন আল আজাদ, মুজিবনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইজারুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা বাংলাদেশ স্কাউট এর পোগ্রাম চীফ ও সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন, উপজেলা স্কাউট সম্পাদক জহিরুল ইসলাম, প্রেসক্লাবের সভাপতি ওমর ফারুক প্রিন্স প্রমুখ।

উপজেলা স্কাউট সমাবেশ ও তারুণ্যের উৎসবে উপজেলার ১২ টি বিদ্যালয়ের ৯৬ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।